চুনারুঘাট পৌরসভা কার্যালয়
চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ।

পৌরসভার প্রশাসকের কর্মসম্পাদনে সহায়তার জন্য গঠিত কমিটির সভার কার্যবিবরণী :

সভাপতি : গালিব চৌধুরী
প্রশাসক, চুনারুঘাট পৌরসভা

সভার তারিখ ও সময় : ১৮.০৬.২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ,

সভার স্থান : সভাকক্ষ, চুনারুঘাট পৌরসভা।

সভায় উপস্থিতি : পরিশিষ্ট 'ক' সন্নিবেশিত

সভাপতি উপস্থিত সকল সদস্য ও পৌরসভার কর্মকর্তা-কর্মচারীগনকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। অত:পর সভপতির অনুমতিক্রমে দায়িত্বপ্রাপ্ত পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা (হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা) জনাব মোহাম্মদ লিয়াকত আলী বিগত সভার কার্যবিবরণী সভায় পাঠ করে শুনান এবং কোন সংশোধনী না থাকায় তা সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। অতপর: সভায় আলোচ্যসূচী অনুযায়ী বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয় :

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা ও সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
০১	পৌরসভার বিভিন্ন কর ফি ইত্যাদি রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত।	সভায় হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা মে'২০২৬ মাসে পৌরসভার হোল্ডিং টেক্স, এবং নন টেক্স রেভেন্যূ খাতে রাজস্ব আদায়ের তথ্য/ হিসাব বিবরনী উপস্থাপন করেন। উপস্থাপিত হিসাব বিবরণী সভায় পর্যলোচনা করা হয়। হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা সভাকে অবহিত করেন যে, অত্র পৌরসভায় চলমান IUGIP প্রকল্পটি Result Based Lending এবং DLI ভিত্তিক হওয়ায় প্রকল্পের আওতায় প্রনীত UGIAP এ বর্ণিত কার্যক্রম কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়নের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। তন্মধ্যে হোল্ডিং টেক্স নূন্যতম ৮০% এবং নন টেক্স রাজস্ব দাবীর নূন্যতম ৯০% আদায় করতে হবে। পৌরসভার নিজস্ব রাজস্ব বাজেটের আওতায় Poverty Redution Action Plan (PRAP) খাতে রাজস্ব বাজেটের নূন্যতম ১% , Gender Equation and Social Inclusion Action Plan (GESIAP) খাতে রাজস্ব বাজেটের নূন্যতম ১% এবং O & M খাতে মোট রাজস্ব বাজেটের ২৫% অর্থ ব্যয় করতে হবে। অন্যথায় পৌরসভা প্রকল্প সহায়তা থেকে বাদ পড়তে পারে। পৌরসভার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়মিত বেতন-ভাতা পরিশোধসহ নাগরিক সেবার এ সকল খাতের ব্যয় নির্বাহের জন্য পৌরসভার রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি অব্যাহত রাখতে হবে। অর্থ বছর প্রায় শেষ পর্যায়ে, জুলাই মাসের প্রথমার্ধে এডিবি'র রিভিউ মিশন টীম পৌরসভা সরেজমিনে পরিদর্শন করবেন। ৩০শে জুনের মধ্যে টেক্স ও নন টেক্স রাজস্ব আদায়ের টার্গেট পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় যথাযথ কার্যক্রম চালাতে হবে। সভাপতি জানান যে, IUGIP প্রকল্পটি চুনারুঘাট পৌরসভার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ন। প্রকল্প হতে বরাদ্ধকৃত অর্থ দ্বারা পৌরসভার গুরুত্বপূর্ণ বড় বড় অবকাঠামো উন্নয়নের কাজ চলমান আছে এবং আরো কাজ করার সুযোগ রয়েছে। প্রকল্পের ২টি পার্ট রয়েছে, একটি গভার্ন্যান্স এবং অপরটি ইন্সফারস্ট্রাকচার। গভার্ন্যান্স এর আওতায় প্রনীত UGIAP এর ৯টি এরিয়ার ২৮টি কর্মতৎপরতা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে, অন্যথায় ইন্সফারস্ট্রাকচার উন্নয়নের জন্য বরাদ্ধ পাওয়ার ক্ষেত্রে জটিলতা তৈরী হতে পারে। কাজেই প্রকল্পের শর্তাবলী পূরণসহ পৌরবাসীকে উন্নত নাগরিক সেবা প্রদানের জন্য পৌরসভার নিজস্ব রাজস্ব দাবী ও আদায় বৃদ্ধি অপরিহার্য । পৌরসভার হোল্ডিং ও নন-হোল্ডিং টেক্স/রাজস্ব আদায়ের হার আরো বৃদ্ধির জন্য সকলকেই আরো তৎপর হতে হবে। পৌরসভার পাওনা বিভিন্ন কর, ফি রেইটস্ ইত্যাদি আদায়ের জন্য জোরালো ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে এবং কমিটির সকলকেই আদায় কার্যক্রমে সার্বিক সহযোগিতা এবং নিয়মিত তদারকী করতে হবে।	(ক) প্রশাসক (খ) পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা/ হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা (গ) উপ সহকারী প্রকৌশলী (ঘ) কর আদায়কারী (ঙ) বিভিন্ন সনদপত্র প্রস্তুত কাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট সহকারীগন।

CamScanner

		সিদ্ধান্ত ১.১: বকেয়াসহ হালসনের হোল্ডিং টেক্স, ট্রেড লাইসেন্স ফি, অযান্ত্রিক যানবাহনের লাইসেন্স ফি, ইমারত নির্মান ফি, ও অন্যান্য কর , ফি, রেইটস্ ইত্যাদি আদায়ের জন্য করদাতাদেরকে তাগাদাপত্র প্রদান, মাইকিং এবং টিম গঠন করে হোল্ডিং টেক্স ও নন টেক্স রাজস্ব আদায় কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। তাছাড়া আদর্শ কর তফসিল ২০১৪ (সংশোধনী ২০১৭) এর আলোকে নতুন নতুন উৎস/খাত হতে কর/ফি আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে। **সিদ্ধান্ত** ১.২ : দীর্ঘদিন যাবৎ বকেয়া ট্রেড লাইসেন্স ফি আদায়ের জন্য মোবাইল কোর্ট পরিচালনাসহ প্রয়োজনীয় অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহন করা হবে।	
০২	রি - এসেসমেন্ট কার্যক্রম সংক্রান্ত	সভায় হোল্ডিং টেক্স পুনঃনির্ধারনের বিষয়ে আলোচনা করা হয়। হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ লিয়াকত আলী সভাকে জানান যে, "পৌরসভা কর আরোপ ও আদায় পদ্ধতি বিধিমালা, ২০১৩" এর বিধি ১৮ অনুযায়ী ইমারত ও ভূমির উপর কর নির্ধারণের জন্য পৌরসভা ইমারতের মূল্যায়ন তালিকা প্রতি ৫ (পাঁচ) বছর অন্তর অন্তর নতুনভাবে প্রনয়ণ করিতে হইবে। অত্র পৌরসভা কর্তৃক বিগত ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে রি-এসেসমেন্ট করা হয়েছিলো। বিধি অনুযায়ী ২০২৭-২০২৮ অর্থ বছরের প্রথম দিন হতে নতুন এসেসমেন্ট অনুযায়ী কর আদায় করতে হবে, এ লক্ষ্যে ২০২৬-২০২৭ অর্থ বছরের মধ্যে ইমারত ও ভূমির উপর কর নির্ধারণ কার্যক্রম চুড়ান্ত করতে হবে। সভায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং বিধিমালা অনুযায়ী ২০২৬-২০২৭ অর্থ বছরের মধ্যে রি-এসেসমেন্ট কার্যক্রম সম্পন্ন ও চূড়ান্ত কর নির্ধরণ কাজ সম্পন্ন করার বিষয়ে সকলেই একমত পোষন করেন। সিদ্ধান্ত : "পৌরসভা কর আরোপ ও আদায় পদ্ধতি বিধিমালা, ২০১৩" এবং এতদ্ সংক্রান্ত অন্যান্য বিধিবিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করে ২০২৬-২০২৭ অর্থ বছরের মধ্যে নতুনভাবে পৌর কর নির্ধারণ কার্যক্রম চুড়ান্ত করতে হবে এবং ২০২৭-২০২৮ অর্থ বছরের ১ জুলাই থেকে তা কার্যকর হবে।	১। প্রশাসক, ২। কর নিরুপন ও আদায় সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি ৩। পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা/ হিসাবরক্ষন কর্মকর্তা। ৪। উপ সহকারী প্রকৌশলী। ৫। কর নির্ধারক, ৬। কর আদায়কারী
০৩	উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড সংক্রান্ত :	সভায় উপ-সহকারী প্রকৌশলী জনাব টিটন দাশ জানান যে, এডিপি, আইইউজিআইপি, কোভিড-১৯, প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ চলমান আছে। আইইউজিআইপি প্রকল্পের কাজের অগ্রগতির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তিনি আরো জানান e-GP-১০/২০২৫-২০২৬ (LTM) ADP/Chunarughat/ 2025-26/W-09, আইডি ১২৫৮০৭৮ a) Proposed Construction of Brick Drain at Hatunda from Primary School Road to Samru Monjil house. Ward no-09, Under Chunarughat Pourashava, Habiganj. b) Proposed Construction of RCC Road Approach at Hatunda Hospital back side. Ward no-05, Under Chunarughat Pourashava, Habiganj. প্রকল্পের কাজটি বাস্তবায়নকালে দেখা যায়, প্রকল্পের (a) অংশে রাস্তা ও ড্রেন বাস্তবায়নের সময় জলাশয়ের পার্শ্ববর্তী স্থান ফাঁকা থাকায় রাস্তা ও ড্রেন এর দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি না করলে জলাশয়ের পানি রাস্তায় প্রবেশ করে রাস্তার অংশ নষ্ট হবে ফলে ড্রেন ও রাস্তার দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি প্রয়োজন এবং ড্রেন এর উচ্চতা বৃদ্ধি পাওয়ায় রাস্তার বালি ভরাটের পরিমান বৃদ্ধি পায় এবং (b) অংশের দৈর্ঘ্য হ্রাস পেয়েছে। এমতাবস্থায় জরুরী ভিত্তিতে জনস্বার্থে উল্লেখিত কাজটি দ্রুত বাস্তবায়নের স্বার্থে প্রাক্কলন সংশোধন করা আবশ্যক বিধায় তিনি সভায় =৫,৩৩,৩২৪/-(কথায়: পাঁচ লক্ষ তেত্রিশ হাজার তিনশত চব্বিশ) টাকার একটি সংশোধিত প্রাক্কলন উপস্থাপন করেন। প্রকল্পের মূল প্রাক্কলন ছিলো ৪,৮০,১৬৩/- টাকা। জনস্বার্থে সংশোধিত প্রাক্কলনটি সভায় অনুমোদনের জন্য তিনি অনুরোধ জানান। সিদ্ধান্ত ৩.১ : চলমান উন্নয়ন প্রকল্পের কাজসমূহ গুনগতমান অক্ষুন্ন রেখে দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। IUGIP প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি সন্তোষজনক পর্যায়ে নিয়ে আসার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে। সিদ্ধান্ত ৩.২ : দরপত্র নং e-GP-১০/২০২৫-২০২৬ (LTM), প্যাকেজ নং ADP/Chunarughat/ 2025-26/W-09, আইডি ১২৫৮০৭৮ এর কাজটি জনস্বার্থে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে =৫,৩৩,৩২৪/- (কথায়: পাঁচ লক্ষ তেত্রিশ হাজার তিনশত চব্বিশ) টাকার সংশোধিত প্রাক্কলন সভায় অনুমোদন করা হয়।	(ক) প্রশাসক (খ) উপ সহকারী প্রকৌশলী

০৪	বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও ড্রেনেজ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সংক্রান্ত -	সভায় শহরের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও ড্রেনেজ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করা হয়। দায়িত্বপ্রাপ্ত পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা (হিসবরক্ষণ কর্মকর্তা) সভায় জানান যে, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও ড্রেনেজ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সুন্দর ও স্বাভাবিক ভাবে চলমান আছে। পৌরসভায় নিয়োজিত দৈনিক হাজিরা ভিত্তিক পরিচ্ছন্ন কর্মী শ্রমিকগণ দিনের বেলায় ড্রেণ, রাস্তাঘাট, ডাস্টবিনের ময়লা আবর্জনা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ও অপসারণ কাজ করে যাচ্ছে। ডে শিপ্টে ১টি টিম শহরের উত্তরাংশে (৫টি ওয়ার্ডের) এবং অপর, ১টি টিম দক্ষিনাংশের (৪টি ওয়ার্ডের) ড্রেনের বর্জ্য, বিভিন্ন অফিস-আদালত, উপজেলা কমপ্লেক্স, হাসপাতাল কমপ্লেক্স, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ময়লা আবর্জনা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন /অপসারণ করে যাচ্ছে এবং অন্য ১টি টিম ভোর বেলায় শহরের বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত সকল ডাস্টবিনের ময়লা আবর্জনা অপসারনের কাজ সমপন্ন করছেন। তাছাড়া নাইট শিপ্টের শ্রমিকগণ ২টি টিমে ভাগ হয়ে শহরের রাস্তাঘাট, বিভিন্ন অফিস কমপ্লেক্স, হাসপাতাল , হাট-বাজার ঝাড়ু দিয়ে ময়লা আবর্জনা পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন ও অপসারনের কাজ করে যাচ্ছে। **সিদ্ধান্ত ৪.১ :** রাস্তাঘাট, হাট বাজার, বিভিন্ন অফিস কমপ্লেক্স, হাসপাতাল, ড্রেন, ডাস্টবিন ইত্যাদি নিয়মিত পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার কাজ গতিশীল রাখতে হবে। শহরের যে সকল এলাকার ডাস্টবিন নষ্ট হয়ে গেছে, সেখানে নতুন ডাস্টবিন পুন:স্থাপন করতে হবে। **সিদ্ধান্ত ৪.২ :** রোগ-জীবানু এবং দুর্গন্ধ দূরীকরনের লক্ষ্যে ময়লা আবর্জনার স্তুপ. ডাস্টবিন ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানে নিয়মিত ব্লিচিং পাউডার ছিটাতে হবে।	১। প্রশাসক, ২। পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা/ হিসাবরক্ষন কর্মকর্তা।
০৫	সড়ক বাতি রক্ষনাবেক্ষণ	সভায় চুনারুঘাট পৌরসভার সড়কবাতি রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সভায় উল্লেখ করা হয় যে, সাম্প্রতিক অতিবৃষ্টি ও ঝড়ের কারণে পৌরসভার বিভিন্ন এলাকায় বৈদ্যুতিক লাইনের তার ছিঁড়ে যাওয়াসহ সড়কবাতির বিপুলসংখ্যক বাল্ব ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর ফলে পৌর এলাকার একাধিক সড়ক রাতের বেলায় অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকছে, যার কারণে চুরি, ছিনতাই ও দুর্ঘটনার আশঙ্কা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং জনসাধারণের নির্বিঘ্নে চলাচল ব্যাহত হচ্ছে। সভায় বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা হয় এবং অনতিবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয় সিদ্ধান্ত ৫.১: পৌরসভার আওতাধীন এলাকায় অতিবৃষ্টি ও ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত বৈদ্যুতিক তার ও সড়কবাতির বাল্ব অবিলম্বে চিহ্নিতকরণপূর্বক মেরামত ও প্রতিস্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সিদ্ধান্ত ৫.২: চুরি, ছিনতাই রোধকল্পে এবং জনসাধারণের নির্বিঘ্নে চলাচল নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পৌরসভার সকল সড়কবাতি সার্বক্ষণিক সচল রাখতে হবে। সিদ্ধান্ত ৫.৩: পৌরসভার রাজস্ব তহবিলের অর্থায়নে প্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক উপকরণাদি (তার, বাল্ব ইত্যাদি) ক্রয় করে তাৎক্ষণিকভাবে সড়কবাতি মেরামত ও চালুকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, ক্ষয়ক্ষতি প্রতিরোধে নিয়মিত তদারকি ও প্রয়োজনীয় প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। প্রশাসক, ২। পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা/ হিসাবরক্ষন কর্মকর্তা। ৩। উপ সহকারী প্রকৌশলী।
০৬	ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ :	সভায় ডেঙ্গুসহ মশাবহিত বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধে নিয়মিত মশক নিধন ঔষধ প্রয়োগের বিষয়ে আলোচনা হয়। দায়িত্বপ্রাপ্ত পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা ও হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা জানান যে, "ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধে জাতীয় নির্দেশিকা ২০২৫" অনুসরণ করে সমগ্র পৌর এলাকায় পালাক্রমে নিয়মিত পূর্বাহ্নে লার্ভিসাইড ঔষধ এবং অপরাহ্নে এডাল্টিসাইট ঔষধ ছিটানো হচ্ছে। মশক নিধন ওষুধ প্রয়োগের পাশাপাশি মশার আবাসস্থল ধংস করার লক্ষ্যে নিয়মিত আগাছানাশক কীটনাশক প্রয়োগ করা হচ্ছে। তিনি আরো জানান, ইতঃপূর্বে ক্রয়কৃত লার্ভিসাইড ঔষধ এবং এডাল্টিসাইড ঔষধের মজুদ প্রায় শেষ। "ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধে জাতীয় নির্দেশিকা ২০২৫"- এ জানুয়ারী থেকে ডিসেম্বর বছরব্যাপী মশক নিধন কার্যক্রম পরিচালনার নির্দেশনা রয়েছে। সহায়ক কমিটির সদস্য, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসার, চুনারুঘাট জনাব মোঃ মোজাম্মেল হোসেন বলেন, নিয়মিত মশক নিধন ঔষধ ছিটানোর কার্যক্রমটি জনসাধারনের মধ্যে খুবই প্রশংসিত হচ্ছে। জনস্বার্থে সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী এ কার্যক্রম অব্যাহত রাখা খুবই জরুরী। অন্যান্য সদস্যগণও এ বিষয়ে একমত পোষন করেন। মশক নিধন কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য জরুরীভিত্তিতে মশক নিধন ঔষধ ক্রয় করার বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলাপ আলোচনা করা হয়। "ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধে নিয়মিত মশক নিধন ঔষধ ছিটানোর কার্যক্রম চলমান রাখার জন্য পিপিআর ২০২৫ এর সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে অনুসরণ করে জরুরী ভিত্তিতে ০৩ (তিন) ড্রাম (প্রতি ড্রামে দুইশত লিটার) এডাল্টিসাইট এবং ১২ (বারো) লিটার লার্ভিসাইড কীটনাশক/ওষুধ ক্রয়ের বিষয়ে সকলেই একমত পোষন করেন।	১। প্রশাসক, ২। পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা/ হিসাবরক্ষন কর্মকর্তা।

০৪	বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও ড্রেনেজ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সংক্রান্ত -	সভায় শহরের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও ড্রেনেজ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করা হয়। দায়িত্বপ্রাপ্ত পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা (হিসবরক্ষণ কর্মকর্তা) সভায় জানান যে, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও ড্রেনেজ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সুন্দর ও স্বাভাবিক ভাবে চলমান আছে। পৌরসভায় নিয়োজিত দৈনিক হাজিরা ভিত্তিক পরিচ্ছন্ন কর্মী শ্রমিকগণ দিনের বেলায় ড্রেণ, রাস্তাঘাট, ডাস্টবিনের ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও অপসারণ কাজ করে যাচ্ছে। ডে শিফ্টে ১টি টিম শহরের উত্তরাংশে (৫টি ওয়ার্ডের) এবং অপর, ১টি টিম দক্ষিনাংশের (৪টি ওয়ার্ডের) ড্রেনের বর্জ্য , বিভিন্ন অফিস-আদালত, উপজেলা কমপ্লেক্স, হাসপাতাল কমপ্লেক্স, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন /অপসারণ করে যাচ্ছে এবং অন্য ১টি টিম ভোর বেলায় শহরের বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত সকল ডাস্টবিনের ময়লা আবর্জনা অপসারনের কাজ সমপন্ন করছেন। তাছাড়া নাইট শিফ্টের শ্রমিকগণ ২টি টিমে ভাগ হয়ে শহরের রাস্তাঘাট, বিভিন্ন অফিস কমপ্লেক্স, হাসপাতাল , হাট-বাজার ঝাড়ু দিয়ে ময়লা আবর্জনা পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন ও অপসারনের কাজ করে যাচ্ছে। **সিদ্ধান্ত ৪.১ :** রাস্তাঘাট, হাট বাজার, বিভিন্ন অফিস কমপ্লেক্স, হাসপাতাল, ড্রেন, ডাস্টবিন ইত্যাদি নিয়মিত পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার কাজ গতিশীল রাখতে হবে। শহরের যে সকল এলাকার ডাস্টবিন নষ্ট হয়ে গেছে, সেখানে নতুন ডাস্টবিন পুন:স্থাপন করতে হবে। **সিদ্ধান্ত ৪.২ :** রোগ-জীবানু এবং দুর্গন্ধ দূরীকরনের লক্ষ্যে ময়লা আবর্জনার স্তুপ. ডাস্টবিন ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানে নিয়মিত ব্লিচিং পাউডার ছিটাতে হবে।	১। প্রশাসক, ২। পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা/ হিসাবরক্ষন কর্মকর্তা।
০৫	সড়ক বাতি রক্ষনাবেক্ষণ	সভায় চুনারুঘাট পৌরসভার সড়কবাতি রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সভায় উল্লেখ করা হয় যে, সাম্প্রতিক অতিবৃষ্টি ও ঝড়ের কারণে পৌরসভার বিভিন্ন এলাকায় বৈদ্যুতিক লাইনের তার ছিঁড়ে যাওয়াসহ সড়কবাতির বিপুলসংখ্যক বাল্ব ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর ফলে পৌর এলাকার একাধিক সড়ক রাতের বেলায় অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকছে, যার কারণে চুরি, ছিনতাই ও দুর্ঘটনার আশঙ্কা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং জনসাধারণের নির্বিঘ্নে চলাচল ব্যাহত হচ্ছে। সভায় বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা হয় এবং অনতিবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয় সিদ্ধান্ত ৫.১: পৌরসভার আওতাধীন এলাকায় অতিবৃষ্টি ও ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত বৈদ্যুতিক তার ও সড়কবাতির বাল্ব অবিলম্বে চিহ্নিতকরণপূর্বক মেরামত ও প্রতিস্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সিদ্ধান্ত ৫.২: চুরি, ছিনতাই রোধকল্পে এবং জনসাধারণের নির্বিঘ্নে চলাচল নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পৌরসভার সকল সড়কবাতি সার্বক্ষণিক সচল রাখতে হবে। সিদ্ধান্ত ৫.৩: পৌরসভার রাজস্ব তহবিলের অর্থায়নে প্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক উপকরণাদি (তার, বাল্ব ইত্যাদি) ক্রয় করে তাৎক্ষণিকভাবে সড়কবাতি মেরামত ও চালুকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, ক্ষয়ক্ষতি প্রতিরোধে নিয়মিত তদারকি ও প্রয়োজনীয় প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। প্রশাসক, ২। পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা/ হিসাবরক্ষন কর্মকর্তা। ৩। উপ সহকারী প্রকৌশলী।
০৬	ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ :	সভায় ডেঙ্গুসহ মশাবহিত বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধে নিয়মিত মশক নিধন ঔষধ প্রয়োগের বিষয়ে আলোচনা হয়। দায়িত্বপ্রাপ্ত পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা ও হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা জানান যে, "ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধে জাতীয় নির্দেশিকা ২০২৫" অনুসরণ করে সমগ্র পৌর এলাকায় পালাক্রমে নিয়মিত পূর্বাহ্নে লার্ভিসাইড ঔষধ এবং অপরাহ্নে এডাল্টিসাইট ঔষধ ছিটানো হচ্ছে। মশক নিধন ওষুধ প্রয়োগের পাশাপাশি মশার আবাসস্থল ধংস করার লক্ষ্যে নিয়মিত আগাছানাশক কীটনাশক প্রয়োগ করা হচ্ছে। তিনি আরো জানান, ইতঃপূর্বে ক্রয়কৃত লার্ভিসাইড ঔষধ এবং এডাল্টিসাইড ঔষধের মজুদ প্রায় শেষ। "ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধে জাতীয় নির্দেশিকা ২০২৫"- এ জানুয়ারী থেকে ডিসেম্বর বছরব্যাপী মশক নিধন কার্যক্রম পরিচালনার নির্দেশনা রয়েছে। সহায়ক কমিটির সদস্য, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসার, চুনারুঘাট জনাব মোঃ মোজাম্মেল হোসেন বলেন, নিয়মিত মশক নিধন ঔষধ ছিটানোর কার্যক্রমটি জনসাধারনের মধ্যে খুবই প্রশংসিত হচ্ছে। জনস্বার্থে সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী এ কার্যক্রম অব্যাহত রাখা খুবই জরুরী। অন্যান্য সদস্যগণও এ বিষয়ে একমত পোষন করেন। মশক নিধন কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য জরুরীভিত্তিতে মশক নিধন ঔষধ ক্রয় করার বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলাপ আলোচনা করা হয়। "ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধে নিয়মিত মশক নিধন ঔষধ ছিটানোর কার্যক্রম চলমান রাখার জন্য পিপিআর ২০২৫ এর সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে অনুসরণ করে জরুরী ভিত্তিতে ০৩ (তিন) ড্রাম (প্রতি ড্রামে দুইশত লিটার) এডাল্টিসাইট এবং ১২ (বারো) লিটার লার্ভিসাইড কীটনাশক/ওষুধ ক্রয়ের বিষয়ে সকলেই একমত পোষন করেন।	১। প্রশাসক, ২। পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা/ হিসাবরক্ষন কর্মকর্তা।

		সিদ্ধান্ত ৬.১: "পিপিআর ২০২৫" এর বিধি ৯৯ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে উন্নতমানের Adulticide গ্রুপের Mosquitocide, Origin : India, Chemical : Prallefhrin, etofenprox, pyrethrins, permethrin, resmethrin, sumithrinetc ০৩ (তিন) ড্রাম (প্রতি ড্রামে দুইশত লিটার) এডাল্টিসাইট এবং Larvicideগ্রুপের ঔষধ Temephos 50 EC, Origin : India, Chemical : Temephos 50% EC ($C_{12}H_{20}O_6PS_2$) Pyriproxyfen, Methoprene, Bacillus, thuringiensis israelensis (Bti) Proprietary Additives ১২ (বারো) লিটার, লার্ভিসাইড কীটনাশক জরুরী ভিত্তিতে ক্রয় করা হবে। উন্নয়ন সহায়তা (এডিপি) তহবিলের "বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় পৌরসভার অনুকূলে উন্নয়ন সহায়তার অর্থ বরাদ্দ ও ব্যবহার নির্দেশিকা, ২০২৪ এর ক্রমিক ৬.১, ১ (৬) এ বর্ণিত "স্বাস্থ্য পরিষেবা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, সরঞ্জামাদি ক্রয়/সরবরাহ/নির্মান" খাত হতে, উল্লেখিত মশক নিধন ওষুধ ক্রয়ের বিল/ব্যয় পরিশোধ করা হবে। সিদ্ধান্ত ৬.২: "ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধে জাতীয় নির্দেশিকা ২০২৫" অনুসরণ করে নিয়মিত লার্ভিসাইড ও এডাল্টিসাইট ওষুধ ছিটানোর কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। এবং আগাছা, ময়লা আবর্জনা নিয়মিত পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করতে হবে। সিদ্ধান্ত ৬.৩ : ঝোপ-জঙ্গল, কচু, লতাপাতা, আগাছা ইত্যাদি যাতে পুনরায় দ্রুত বিস্তার লাভ করতে না পারে এজন্য সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে আগাছানাশক কীটনাশক ক্রয় করা হবে এবং নিয়মিত স্প্রে করা হবে।	
০৭	যানবাহন রক্ষনাবেক্ষণ	সভায় পৌরসভার যানবাহন রক্ষাবেক্ষণ সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করা হয়। সভায় জানানো হয় যে, পৌরসভায় বর্তমানে ৪টি গার্ভেজ ট্রাক, ১টি পানির ট্রাক, ১টি এসকেভেটর, ১টি রোড রোলান, ১টি পে-লোডার, ৫টি সিএনজি ভ্যান রয়েছে। পৌরসভার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, ডেনেজ ব্যবস্থাপনা, সড়কবাতি রক্ষাবেক্ষণ, রাস্তাঘাট রক্ষনাবেক্ষণ কাজে এগুলো ব্যবহৃত হয়ে থাকে। পৌরসভার মূল্যবান সম্পত্তি হিসেবে উল্লেখিত যানবাহনগুলোর যথাযথ রক্ষনাবেক্ষনের বিষয়ে সভায় গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সিদ্ধান্ত : পৌরসভার মালিকানাধীন সকল যানবাহনের যথাসময়ে প্রয়োজনীয় সার্ভিসিং, মবিল পরিবর্তনসহ যথাযথ রক্ষনাবেক্ষণ কাজ সম্পন্ন করতে হবে।	১। প্রশাসক, ২। পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা/ হিসাবরক্ষন কর্মকর্তা। ৩। উপ সহকারী প্রকৌশলী।

সভায় আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তী ঘোষনা করেন।

(গালিব চৌধুরী) ৭/৭/২৬
প্রশাসক
চুনারুঘাট পৌরসভা।

স্মারক নং :চুঃপৌঃ/প্রশাঃ/২০২৬/৮৮৪

তারিখ : ০৭.০৭.২০২৬ খ্রি.

সদয় জ্ঞাতার্থে/ জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরন করা হলো :

১। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। পরিচালক, স্থানীয় সরকার, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, সিলেট।
৩। জেলা প্রশাসক, হবিগঞ্জ।
৪। উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার , হবিগঞ্জ।
৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ।
৬। সদস্য (সকল) পৌরসভার প্রশাসকের কর্মসম্পাদনে সহায়তার জন্য গঠিত কমিটি, চুনারুঘাট পৌরসভা।
৭। বিভাগ প্রধান (সকল) চুনারুঘাট পৌরসভা।
৮। শাখা প্রধান (সকল) চুনারুঘাট পৌরসভা, হবিগঞ্জ।
৯। জনাব ....
১০। অফিস নথি।

৭/৭/২৬
গালিব চৌধুরী
প্রশাসক
চুনারুঘাট পৌরসভা।

CamScanner